

ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

স-২১৮২
আগরতলা, ৬ আগস্ট, ২০২৫

প্রকাশিত সংবাদে স্পষ্টিকরণ

গত ২৩ জুলাই, ২০২৫ তারিখে আজকের ফরিয়াদ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘হুমকির মুখে উবের চালকরা, মুখ খুবড়ে বিমানবন্দরের প্রিপেইড অটো পরিষেবা’ শীর্ষক প্রকাশিত সংবাদটি পরিবহন দপ্তরের নজরে এসেছে। এ বিষয়ে দপ্তর থেকে এক স্পষ্টিকরণে জানানো হয়েছে যে, প্রকাশিত সংবাদে বিমানবন্দরে প্রিপেইড অটো পরিষেবার কার্যকারিতা সম্পর্কে বেশ কিছু ভুল এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য রয়েছে। এ বিষয়ে জানানো হয়েছে যে, বীর বিক্রম বিমানবন্দরের প্রিপেইড অটো পরিষেবাটি সম্পূর্ণরূপে চালু আছে এবং যাত্রীদের দক্ষতার সাথে পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে। এর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বলে সংবাদে উল্লিখিত দাবি ভিত্তিহীন। পরিবহন দপ্তরের আধিকারিকরা নিয়মিত প্রিপেইড অটো/ট্যাক্সি পরিষেবার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন এবং যখনই কোনো যাত্রী দুর্ব্যবহার বা অন্য কোনো বিষয়ে ট্যাক্সি/অটো চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান, তখনই এমবিবি বিমানবন্দরের বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় পুলিশ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। উবের চালক এবং অন্যান্য বৈধ পরিষেবা প্রদানকারীরা বিমানবন্দরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে বাধাপ্রাপ্ত হন না। সমস্ত নিবন্ধিত অপারেটরদের সর্বভারতীয় বিমানবন্দর নিয়ম এবং নীতি অনুসারে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। বিদ্যমান নীতি অনুযায়ী, ভারতের বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের (AAI) কাছে এমবিবি বিমানবন্দর থেকে কাজ করার জন্য উবের এবং গুগল মতো অ্যাগ্রেগেটর পরিষেবা প্রদানকারীদের নিবন্ধনের জন্য একটি সর্বভারতীয় কাঠামো রয়েছে। পরিবহন দপ্তর এমবিবি বিমানবন্দরের পরিচালক এবং প্রিপেইড ট্যাক্সি ও অ্যাগ্রেগেটর পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিনিধিদের সাথে তাদের পরিষেবাগুলিকে বিমানবন্দর থেকে সহজতর করার জন্য বেশ কয়েকটি বৈঠক করেছে। তবে, কোনো পরিষেবা প্রদানকারী এখনো ভারতের বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তি করেনি। পরিবহন দপ্তর তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে এবং সম্প্রতি অ্যাগ্রেগেটর পরিষেবার অংশগ্রহণকে আরও উৎসাহিত করার জন্য ত্রিপুরা অন-ডিম্যান্ড ট্রান্সপোর্ট অ্যাগ্রেগেটর সার্ভিস রুলস, ২০১৮ সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিমানবন্দর যাত্রীদের জন্য কোনো “মাফিয়ামূলক আচরণ” বা অযথা অসুবিধা সৃষ্টি করা হচ্ছে না। প্রিপেইড পরিষেবা নিরাপদ এবং কার্যকর পিক-আপ ও ড্রপ-অফ নিশ্চিত করে। প্রিপেইড পরিষেবার অভাবে যাত্রীদের বিমানবন্দরের বাইরে লাগেজ নিয়ে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে বলে যে দাবি করা হয়েছে তা অসত্য। যে যাত্রীরা প্রিপেইড পরিষেবা নিতে চান না, তারা বিমানবন্দরের বাইরে বিকল্প পরিবহনের ব্যবস্থা করতে পারেন। ৩০ টাকার পার্কিং ফি হল বিমানবন্দরের প্রাঙ্গণে প্রবেশকারী সমস্ত গাড়ির জন্য প্রযোজ্য একটি আদর্শ চার্জ এবং এটি কোনো নির্দিষ্ট পরিষেবাকে লক্ষ্য করে নয়। প্রতিবেদনে পূর্ববর্তী বৈঠক এবং অমীমাংসিত বিরোধের যে উল্লেখ করা হয়েছে তা পুরোনো। পরিবহন দপ্তর এবং বিমানবন্দর প্রশাসন যৌথভাবে অভিযোগের সমাধান এবং সুষ্ঠু কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছে। প্রিপেইড অটো পরিষেবা যাত্রীদের জন্য আরও বেশি সুবিধা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে চালু করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এর কার্যকর এবং ন্যায্যসঙ্গত বাস্তবায়নে দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
